আহকামে কুরবানি

আহকামে কুরবানি

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

আহকামে কুরবানি

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
ভাষা-নিরীক্ষণ : আবদুল্লাহ আল মুনীর
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : রমজান ১৪৩৮ হিজরি
ইত্তিহাদ প্রথম সংস্করণ : জুন ২০২২
ইত্তিহাদ দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৩
পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ২০২৩

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন
পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৯৫-২-২

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন জামিয়া বানুরি টাউন করাচিতে শিক্ষকতা ও দারুল ইফতার দায়িত্বশীল হিসেবে কর্মরত ছিলাম। একদিন 'দৈনিক জঙ্গ' পত্রিকার ইসলামি পাতার ইনচার্জ মুফতি জামিল আহমাদ সাহেব আমাকে ফোন করে বললেন, এ বছর পত্রিকায় কুরবানির মাসআলা-মাসায়িল প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহায়তা চাচ্ছি। তিনি জানালেন, কুরবানির সব মাসআলা সুস্পষ্ট ও সংক্ষেপে যেন চলে আসে, সেজন্যই এ প্রয়াস। আর যেহেতু দারুল ইফতার পক্ষ থেকে মাসআলাগুলো প্রকাশ হবে, তাতে অনিবার্যভাবেই দালিলিকতা ও প্রামাণিকতা বজায় থাকবে বলে প্রমাণস্বরূপ সূত্রগ্রন্থের আরবি ইবারত যুক্ত হবে না। দৈনিক জঙ্গের পুরো ইসলামি পাতার এক চতুর্থাংশ জুড়ে অথবা দুই কিস্তিতে সব মাসআলা প্রকাশিত হবে। প্রস্তাবটি ভালো ছিল। প্রতি বছর কিছু মতভেদপূর্ণ মাসআলা নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তিত হন। এ নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় আমাদেরও। সব মাসআলা একত্রে প্রকাশিত হলে আমরাও ঝামেলামুক্ত হই।

আমি দারুল ইফতায় অবসর সময়ে দুই বৈঠকে বসে কিছু মাসআলা লিখলাম। এরপর জামিল আহমদ সাহেব সম্পাদনার মাধ্যমে দৈনিক জঙ্গ পত্রিকার ইসলামি পাতায় পাঠিয়ে দেন। দুই কিস্তিতে তা প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়। এরপর অনুরোধ আসতে থাকে মাসআলাগুলো পুস্তিকারূপে প্রকাশের জন্য। আমি একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ইসলামি কুতুবখানাকে দিই। তাদেরকে বলেছিলাম 'কুরবানি কে মাসায়িল' নামে বইটি ছেপে দিতে। ইসলামি কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী ভাই মুহাম্মাদ সাদ সাহেব এটিকে 'আহকামে কুরবানি আওর উসকে মাসাইল' নামে মাওলানা কারি তৈয়ব সাহেব রহিমাহুল্লাহর একটি

ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দরভাবে বইটি প্রকাশ হয়েছে, তবে বইটির একটি কপিও আজ পর্যন্ত হাতে পাইনি।

যা-হোক, আজ থেকে সতেরো বছর আগে যখন বাংলাদেশে চলে আসি, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহর নায়েবে মুফতি, মাওলানা মুফতি কামাল হোসাইন সাহেবকে অনুরোধ করি, পুস্তিকাটি সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশের জন্য। এরপর তিনি প্রকাশ করেছেন। এ বছর তাখাসসুসের এক ছাত্র মাওলানা হুজাইফা রংপুরি এটি পুনরায় নিরীক্ষণের পর প্রকাশের উদ্যোগ নিলে আমি তার হাতে বইটি দিয়ে দিই। এখন বইটি 'কুরবানির আহকাম ও জরুরী মাসায়েল' নামে ছাপাতে বলেছি।[১] যাতে এটিকে সম্পূর্ণ মুদাল্লাল তথা দালিলিকরূপে প্রকাশ করা হয়। আমি ও আমার শাগরিদরা ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছি আল্লাহই ভালো জানেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, বইটি যেন নির্ভুল ও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ হয়। কোনো মাসআলায় যেন বিভ্রান্তি না থাকে। তিনি যেন বইটি কবুল করেন। এই বইয়ের পেছনে যারা খেদমত করেছেন, তাদের অন্তরের হিম্মত বৃদ্ধি করেন ও বেশি বেশি সাওয়াব দান করেন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুস সালাম
তারিখ : ৭ই রজব ১৪৩৭ হিজরি

১. নামের সংক্ষিপ্ততার কথা বিবেচনা করে আমরা পূর্বের নাম পরিবর্তন করে 'আহকামে কুরবানি' নামটি নির্বাচন করেছি। —ইত্তিহাদ।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত ৯
হাদিসের আলোকে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত ৯
কুরবানির ফজিলত ১১
কুরবানির রাত অন্যান্য রাতের তুলনায় দুটি কারণে ফজিলতপূর্ণ ১৩
গরিবের কুরবানি ১৩
কুরবানিদাতার করণীয় ১৪
কুরবানি না করার পরিণতি ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরবানির অর্থ ১৫
ইতিহাসে প্রথম কুরবানিদাতা কে? ১৫
ইবরাহিম আ.-এর কুরবানি ১৭
নবীদের স্বপ্নও ওহির অন্তর্ভুক্ত ১৭
তাকবিরে তাশরিকের ইতিহাস ২০

তৃতীয় অধ্যায়

আইয়ামে তাশরিক এর মাসআলা ২১
ঈদের নামাজের আহকাম ২৩
ঈদুল আজহার দিনের সুন্নাত ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

কুরবানির প্রকারভেদ ৩২
ওয়াজিব কুরবানি চার প্রকার : ৩২
কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি ৩৩
যাদের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয় ৪০
কুরবানির দিন ও সময় ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানি জায়েজ ৪৮
কুরবানির পশুর বয়স ৪৮
কুরবানির পশুর গুণাবলি ৪৯
শরিকি কুরবানির বিধান ৫৫
অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানির বিধান ৬০
জবেহ-সংক্রান্ত মাসাইল ৬০
হালাল পশুর কোন কোন অঙ্গ খাওয়া নিষেধ ৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরবানির পশু চুরি বা বদলি-সংক্রান্ত আহকাম ৬৮
কুরবানির কাজা-সংক্রান্ত মাসাইল ৬৯
কুরবানির পশুর বাচ্চার হুকুম ৭১
মানত কুরবানির হুকুম ৭৩
ওসিয়তের কুরবানির হুকুম ৭৫
কুরবানির পশু দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিধান ৭৭
চামড়ার বিধান ৭৯

সপ্তম অধ্যায়

আকিকার আহকাম ৮১
পরিশিষ্ট ৮৪
মাজারে মানতকৃত পশুর আহকাম ৮৭

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের দৃষ্টিতে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۞

শপথ ফজরের। শপথ দশ রাত্রির। শপথ তার, যা জোড় ও বেজোড়।[১]

দ্বিতীয় আয়াতে শপথের বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন-

عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذى الحجة وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك والسدى والكلبى-

হযরত ইবনে আব্বাস রা., কাতাদা রহ. ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ তাফসিরবিদদের মতে উক্ত আয়াতে 'দশ রাত্রি' দ্বারা জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এ দশ দিন সর্বোত্তম দিন।[২]

হাদিসের আলোকে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مامن ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشرذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر-

আল্লাহ তায়ালার নিকট জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোনো ইবাদত নেই। এর একটি দিনের রোজার সাওয়াব পূর্ণ এক বছর রোজা রাখার সমতুল্য। এর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।[৩]

---

১. সুরা ফাজর, আয়াত: ১-৩

২. তাফসিরে কুরতুবি, ২০/৩৯; তাফসিরে মাজহারি ১০/২৫৩

৩. সুনানে তিরমিজি, মিশকাত, ১/১২৮

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده۔

আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদী, আরাফাহর রোজার বিনিময়ে তিনি এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।[১] অর্থাৎ, পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মাফ করবেন আর পরবর্তী বছর তাকে গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

৩. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال ولا الجهاد فى سبيل الله الارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ۔

আল্লাহ তায়ালার নিকট জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোনো ইবাদত নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ দশ দিন ব্যতীত অন্য কোনোদিন যদি কেউ আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তবু কি তা এ দশ দিনের ইবাদততুল্য হবে না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, না। তবে যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে বিসর্জন দেয়, তার ইবাদত অবশ্যই জিলহজের দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম হবে।[২]

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مامن ايام افضل عند الله والعمل فيهن احب الى الله عزوجل من هذه الايام يعنى من العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكرالله وان صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبع ماة ضعف۔

আল্লাহ তায়ালার কাছে জিলহজ মাসের প্রথম দশকের চেয়ে ফজিলতপূর্ণ আর কোনো দিন নেই এবং এ দিনগুলোর ইবাদতের চেয়ে উত্তম আর কোনোদিনের ইবাদত নেই। সুতরাং তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি তাসবিহ, তাকবির ও জিকির আদায় কর। কেননা এ-দিনগুলোর একটি রোজা একবছর রোজা রাখার সমতুল্য। আর এ-দিনগুলোর ইবাদতের সাওয়াব অন্য সময়ের তুলনায় সাতশোগুণ বেশি।[৩]

১. মুসলিম শরিফ
২. সহিহ বুখারি, মিশকাত, ১/১২৮
৩. মিরকাত শরহে মিশকাত, ৩/৫৭৫

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

افضل ايام الدنيا ايام العشر يعنى عشر ذى الحجة ـ

পৃথিবীতে সর্বোত্তম ও ফজিলতপূর্ণ দিন হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম দশক।[১]

কুরবানির ফজিলত

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيبوا بها نفسا.

ঈদুল আজহার দিন রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানি করা) চেয়ে আল্লাহর কাছে আদমসন্তানের আর কোনো ইবাদত অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামতের দিন কুরবানিকৃত পশুকে তার শিং, লোম, খুরসহ উপস্থিত করা হবে (অর্থাৎ নেকির পাল্লায় ওজন করা হবে)। আর কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে গড়ানোর আগেই আল্লাহর কাছে তা কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সওয়াবের আশায় আনন্দচিত্তে কুরবানি করো।[২]

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন,

قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم- قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة- قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.

সাহাবায়ে কেরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কুরবানি কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহিম আ.-এর সুন্নাত। সাহাবিরা আবার জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কুরবানির বিনিময়ে আমরা কী পাবো? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানির পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে সাওয়াব পাবে। আবারও তারা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল! দুম্বা এবং ভেড়ার পশমের বিনিময়েও কি সাওয়াব

১. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৪/৮
২. তিরমিজি; মিশকাত, ১/১২৮

মিলবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুম্বা এবং ভেড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়েও এ পরিমাণ সাওয়াব মিলবে।[১]

৩. হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন,

أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দশবছর অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছর কুরবানি করেছেন।[২]

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يا فاطمة قومى إلى اضحيتك فاشهديها- فان لك بأول قطرة تقطر من دمها ان يغفرلك ما سلف من ذنوبك- قالت يا رسول الله النا خاصة اهل البيت أولنا وللمسلمين؟ قال بل لنا وللمسلمين-

হে ফাতেমা! তুমি তোমার কুরবানির পশু জবেহের সময় নিকটে দাঁড়াবে, কারণ পশুর রক্ত মাটিতে গড়ানোর আগেই তোমার সব (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। ফাতেমা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ মাফের প্রতিশ্রুতি কি শুধু আমাদের জন্য, না সব মুসলিমদের জন্য? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আমাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য এ মাফের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।[৩]

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-কে বলেন,

اما انه يجاء بلحمها ودمها توضع فى ميزانك سبعين ضعفا الخ

হে ফাতেমা! কিয়ামত দিবসে কুরবানিকৃত পশুর গোশত এবং রক্ত তোমার মিজানের পাল্লায় রাখা হবে (অর্থাৎ পরিমাপ করা হবে) এবং এর ওজন সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।[৪]

৬. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من ضحى طيبة نفسه محتسبا لاضحيته كانت له حجابا من النار-

যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় আনন্দের সাথে কুরবানি করবে, এই কুরবানি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।[৫]

---

১. সুনানে ইবনে মাজাহ; মিশকাত, ১/১৩০
২. সুনানে তিরমিজি; মিশকাত, ১২৯
৩. তারগিব, ২/৯৯
৪. তারগিব, ২/১০০
৫. তারগিব, ২/১০০

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عظموا ضحاياكم على الصراط مطاياكم-

তোমরা মোটাতাজা পশু কুরবানি করো, কারণ এ পশু পুলসিরাতে তোমাদের বাহন হবে।[১]

কুরবানির রাত অন্যান্য রাতের তুলনায় দুটি কারণে ফজিলতপূর্ণ

১. কুরবানির রাত জিলহজের প্রথম দশ দিনের অন্তর্ভুক্ত, যা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

২. ঈদের রাতের বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তাবরানির এক বর্ণনায় এসেছে– যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার রাতে জাগ্রত থাকবে (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করবে), যেদিন সব আত্মা মৃত থাকবে, সেদিনও তার আত্মা থাকবে জীবিত (অর্থাৎ সে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ থাকবে)। অথচ সেদিন সমস্ত মানুষ কিয়ামতের ভয়াবহতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে।[২]

গরিবের কুরবানি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أن أضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك -

আমি কুরবানির দিনকে ঈদ অর্থাৎ উৎসব হিসেবে পালন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছি। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার তো একটি দুগ্ধদানকারিণী উষ্ট্রী বা ছাগী ছাড়া আর কিছুই নেই, আমি কি তা দিয়েই কুরবানি করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; বরং তুমি কুরবানির দিন তোমার নখ, চুল, গোঁফ পরিষ্কার করবে– এটিই তোমার জন্য কুরবানি বলে গণ্য হবে।[৩]

---

১. বাদায়েউস সানায়ে, ১/৮০
২. আল লুলুউ ওয়াল মারজান : ৪
৩. আবু দাউদ, মিশকাত, ১/১২৯

কুরবানিদাতার করণীয়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اذا دخل العشر اراد بعضكم ان يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفى رواية فلا ياخذ شعره ولايقلمن ظفره وفى رواية من راى هلال ذى الحجة واراد ان يضحى فلا ياخذ من شعره ولامن اظفاره۔

যখন জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন শুরু হয় আর তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, সে যেন কুরবানি করা পর্যন্ত নিজের চুল লোম ইত্যাদি না কাটে। অন্য বর্ণনায় আছে, সে যেন স্বীয় চুল এবং নখ না কাটে। অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখে ও কুরবানির ইচ্ছা রাখে, সে যেন স্বীয় চুল, নখ ইত্যাদি না কাটে।[১]

জ্ঞাতব্য: কুরবানির চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে ১০ই জিলহজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি না কাটবে, তার জন্য করণীয় হবে কুরবানির চাঁদ উদিত হওয়ার পূর্বে তা পরিষ্কার করে নেওয়া। কেননা, এক্ষেত্রে ৪০ দিনের বেশি অপরিচ্ছন্ন থাকলে মাকরুহে তাহরিমি হবে।[২]

كما فى الشامى ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال فى كل اسبوع مرة والافضل يوم الجمعة وجاز فى خمسة عشر وكره تركه وراء الاربعين۔

সুতরাং একটি মুস্তাহাব আদায় করতে গিয়ে মাকরুহে তাহরিমিতে লিপ্ত হওয়া মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

কুরবানি না করার পরিণতি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من وجد سعة لان يضحى فلم يضح فلا يحضرمصلانا۔

কুরবানি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। [৩]

---

১. মুসলিম শরিফ; মিশকাত, ১/১২৭
২. ফাতাওয়ায়ে শামি, ১/৩৫৮
৩. তারগিব, ২/১০০